তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৭২২

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তোলার আহ্বান**

লন্ডন, ১৮ মার্চ:

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার মূল্যবোধের আদর্শে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করেছে।

এ উপলক্ষ্যে আজ ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র পূর্ব লন্ডনে আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’ শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হাবিবুর রহমান হাবিব এমপি জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। তাঁর মহান নীতি ও আদর্শে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। হাইকমিশনার এজন্য ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধে এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উজ্জীবিত করে গড়ে তুলতে প্রবাসী বাংলাদেশি মা-বাবাদের প্রতি আহ্বান জানান।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম মমতার কথা উল্লেখ করে হাইকমিশনার বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ অনুসরণে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে এবং আজকের শিশুদের ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন।

হাই কমিশনার বলেন, কমনওয়েলথের ৫৪টি দেশে জাতির পিতার মূল্যবোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি জলবায়ুবান্ধব প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ উৎসাহিত করতে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে ‘কমনওয়েলথ-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্ব আরও গভীর ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য ‘বঙ্গবন্ধু-এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড’ ও ‘বঙ্গবন্ধু-থমাস উইলিয়াম কেসি ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড’ প্রবর্তন করা হয়েছে । এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার জন্য লন্ডনের গ্ল্যাডস্টোন পার্কে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং লন্ডন বা’রা অব ব্রেন্টের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু সেন্টেনারি পিস গ্রোভ’। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আইরিশ, স্কটিশ ও ওয়েলস ভাষায় অনুবাদও বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডনের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ, নির্বাচন কমিশনের সচিব মোঃ জাহাংগীর আলম ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) বাংলাদেশ -এর সাধারণ সম্পাদক ডা. কামরুল হাসান। আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা যাতে অনেক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি-শিশু-কিশোর বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করে। হাইকমিশনার অতিথিদের নিয়ে শিশু-কিশোরদের সনদ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে সম্মিলিত কবিতা আবৃতি করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ঊর্মি মাজহার, শতরূপা চৌধুরী ও দেওয়ান মাহমুদ। ব্রিটিশ-বাংলাদেশী শিশু-কিশোররা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে একটি গান এবং পবিত্র রমজানে ইফতারের পূর্বে হামদ ও নাথ পরিবেশন করে। ইফতারের পর হাইকমিশনার অতিথি ও শিশু-কিশোরদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে হাইকমিশনার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে মিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদদের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের শান্তি ও অব্যাহত অগ্রগতির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

নবী/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭২০

**ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম**

**জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন**

হ্যানয়, ভিয়েতনাম, ১৮ মার্চ:

 আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় **উদ্‌যাপন** করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ-এর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে দিবসটির প্রথম ভাগের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় ।

 অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্যাসিফিক বিভাগেরে উপ-মহাপরিচালক চিন থি তাম।

 আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য রাখেন ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হত না। তার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে ৭ কোটি বাঙালি ঐক্যবন্ধ হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই, বঙ্গবন্ধুর জন্মের সাথে বাংলাদেশের জন্ম ও অস্তিত্ব একই সূত্রে গাঁথা। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদের অপরিসীম ভালোবাসতেন। তাদের অধিকার ও উন্নয়ন নিয়ে ভাবতেন। জাতিসংঘ শিশুসনদ প্রণয়নের ১৫ বছর পূর্বেই তিনি জাতীয় শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করে বাংলাদেশের শিশুদের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষার পথ সুগম করেন। বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শিশুদের উন্নয়নে সকল ধরনের উদ্যেগ হাতে নিয়েছেন। শিশুদের শিক্ষা বিকাশে প্রতি বছরের শুরুতে সকল শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

 ইফতার ও নৈশভোজের পরে অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ থিমের ওপর অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি শিশুরা এবং হ্যানয়স্থ সেন্টার ফর এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের এক ঝাঁক শিশু।

#

লুৎফর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭১৮

**তথ্য চাইতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করা হবে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

 তথ্য চাইতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক যাতে হেনস্থা বা হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

 আজ রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কোন সাংবাদিক যেনো কোন ধরনের হয়রানি বা ঝুঁকির মুখে না পড়ে। তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনভাবে গণমাধ্যম তাদের কাজ করবে। কর্তৃপক্ষকে, সরকারকে প্রশ্ন করবে, সমালোচনা করবে, এরকম একটি সমাজ ব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে চাই। এর বাইরে বঙ্গবন্ধুকন্যার সরকার চিন্তা করে না।

 ঢাকার বাইরে গণমাধ্যমের একজন সাংবাদিককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করে জেলে নেয়ার ঘটনা উল্লেখ করে এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ খবরটি জানার সাথে সাথে আমি খোঁজ নিয়েছি। তথ্য কমিশন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এ বিষয়টি আমলে নেয়। ইতোমধ্যে তারা বিষয়টির তদন্ত করেছে।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলয় তৈরির জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রয়াসের অংশ হিসেবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কল্যাণ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর কন্যা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অন্য কোন কিছু দেখেননি, শুধু প্রয়োজন দেখেছেন, মানুষ দেখেছেন, সাংবাদিককে দেখেছেন। কে কোন দলের, কার পক্ষে ছিলেন, বিপক্ষে ছিলেন এগুলো চিন্তা করেননি এবং তার ভিত্তিতে পেশাদারিত্বের সাথে সাংবাদিকদের অনুদানের কাজটি করা হয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে প্রয়োজন এবং পেশা বিবেচনায় সরকার সাংবাদিকদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে।

 নবম ওয়েজ বোর্ডের বকেয়া পাওনা দ্রুততার সাথে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সব গণমাধ্যমের মালিকপক্ষের প্রতি এ সময় আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী আরো যোগ করেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সরকার সাংবাদিকবান্ধব ও গণমাধ্যমবান্ধব। আমরা গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চাই এবং পেশাদার সাংবাদিকদের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। সেই নিরিখে সাংবাদিকদের কল্যাণের স্বার্থে সরকার তার জায়গায় কাজ করছে। বেসরকারি খাতকেও অনুরোধ করতে চাই, তারাও বিশেষ করে মালিকপক্ষ যেনো সহানুভূতি ও পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে এ সরকার দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পক্ষে কাজ করতে চায় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের একটি বড় জায়গা হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম পাশাপাশি হাতে হাত ধরে চলে, সে পরিবেশ আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 প্রতিমন্ত্রী যোগ করেন, যারা সমাজে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপতথ্য ছড়ায়, তাদেরকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবো। কারণ অপতথ্য গণতন্ত্রের জন্য হুমকি, সুস্থ সাংবাদিকতা ও সুস্থ গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার সবসময় পাশে থাকবে।

 বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ্র বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ঢাকার ৪২ জন সাংবাদিককে কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৬৩ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে বিতরণের জন্য ২ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর আগে একই অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে ২৩৬ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ১ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

 প্রতিষ্ঠার পর ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে দুস্থ, অস্বচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের এবং মৃত সাংবাদিকদের পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা/কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ট্রাস্ট থেকে ৩ হাজার ৯৩২ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ৩৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

#

ইফতেখার/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৩৭১৯

**আপাতত ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা নেই**

 **----রেলপথ মন্ত্রী**

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী), ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, আপাতত ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা নেই। এটি গুজব। জনগণ জানেন কারা গুজব সৃষ্টি করে, কারা ট্রেনে আগুন দেয়, রেললাইনকে ধ্বংস করে। বিএনপির কাজই ষড়যন্ত্র করা। কিছুদিন আগে গোপীবাগে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল বিএনপি। যেটা পুরো জাতি দেখেছে। যে আগুন ধরিয়ে ছিল সে নিজেই সব স্বীকার করেছে।

আজ রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধী সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

আসন্ন ঈদে টিকিট কালোবাজারি রোধে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে কাজে লাগানো হবে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সহজ ডট কমের সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। টিকিট অনলাইনে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। আমরা এবার প্রতিটি টিকিটের মোবাইল নম্বর যাচাই করব। প্রতিদিনের তালিকা অনুযায়ী এনআইডি নম্বরগুলো যাচাই-বাছাই করা হবে। ট্রেনের টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো রকম অনিয়ম ধরা পড়লেই তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

গতকাল রেলের ৯টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। যে ব্যক্তি ফিস প্লেট খুলছিল সে ধাওয়া খেয়ে ব্যাগ ফেলে পালিয়ে গেছে। তার আইডি কার্ডসহ কাগজপত্র পাওয়া গেছে। সে মূলত কিছু টাকার বিনিময়ে এই কাজ করছে। আগুন সন্ত্রাসী বিএনপি ও বিএনপি সমর্থনকারী জামায়াত এই কাজগুলো করে। এগুলো করে তারা জনসমর্থন পাচ্ছে না। বরং আস্তে আস্তে জনগণ থেকে দূরে সরে গেছে। তারা জানে মানুষ তাদের ভোট দেবে না, সে জন্যই এই সব অপকর্ম করছে। রাজনীতি করার প্রথম শর্ত দেশকে ভালোবাসতে হবে।

#

সিরাজ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৭১৭

**সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার কাছে বাংলাদেশের**

**ডিজিটাল অগ্রগতি তুলে ধরলেন প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত হিসেবে বাংলাদেশ সফরে সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কীভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিসহ নানা খাতে সুযোগ তৈরি করেছে তা একটি প্রেজেন্টেশনে তুলে ধরেন। তিনি ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল লাভে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে ‘জিরো ডিজিটাল ডিভাইড’-এর সাথে একটি বিশ্ব তৈরির ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিচালিত এসপায়ার-টু-ইনোভেট (এটুআই) এর আয়োজনে ‘ইনোভেট টুগেদার ফর জিরো ডিজিটাল ডিভাইড’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ইউএনডিপি’র শুভেচ্ছাদূত ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া ‘ইনোভেট টুগেদার ফর জিরো ডিজিটাল ডিভাইড’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ডিজিটাল রূপান্তরে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং কাউকে পেছনে ফেলে নয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামীর বাংলাদেশকে ডিজিটাল বৈষম্যমুক্ত করে গড়ে তোলার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রাউন প্রিন্সেস ডিজিটাল সেন্টার, জাতীয় হেল্পলাইন 333, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং ফ্রিল্যান্সার সাপোর্ট প্রোগ্রামের মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল বিভাজনের সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুকরণীয় যাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন। এই উদ্যোগগুলো সমগ্র বাংলাদেশে নাগরিকদের, বিশেষত তরুণ এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথকে সুগম করছে।

জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব উলরিকা মোদের এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক সুইডিশ মন্ত্রী জোহান ফরসেল, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ, জাতিসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন প্রচেষ্টার রূপান্তরমূলক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা সুযোগের ওপর জোর দেন। তারা জিরো ডিজিটাল ডিভাইড বিশ্ব তৈরিতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন।

চার দিনের বাংলাদেশ সফরের সময় ক্রাউন প্রিন্সেস বাংলাদেশ উন্নয়ন অভিযাত্রার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, লৈঙ্গিক সমতা, পরিবেশবান্ধব ও ডিজিটাল রূপান্তর এবং ব্যবসায়িক খাতের ভূমিকার ওপর দৃষ্টি রেখে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং চলমান চ্যালেঞ্জগুলো যাচাই করে দেখবেন। এসময় তিনি সরকার এবং ইউএনডিপি-কর্তৃক বাস্তবায়িত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিতকরণের লক্ষ্যে নারী এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগগুলোও পর্যবেক্ষণ করবেন।

#

বিপ্লব/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭১৬

**খালেদা জিয়ার মুক্তির আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগামীকাল**

 **---- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো ও বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার আবেদনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার জন্য পরিবারের আবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, এবারের আবেদনেও তারা আগের মতোই স্থায়ী মুক্তি চেয়েছেন এবং বিদেশ যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছেন। তিনি বলেন, ফাইলটা আমাকে আজকেই হস্তান্তর করা হয়েছে। আমাকে এটি বিবেচনা করতে হবে, পড়তে হবে, আমাকে দেখতে হবে। তবে ফাইলটা অতিসত্বর নিষ্পত্তি করা হবে; আগামীকাল নাগাদ হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ।

মন্ত্রী বলেন, বহুবার আমি আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছি, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী যেই শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এর বাইরে আইনিভাবে আমাদের আর কিছু করার নেই। তার পরেও আমি দেখছি প্রথম যে চিঠি লেখা হয়েছিল, সেই আকারে একইভাবে আবার আবেদন করা হয়েছে।

‘খালেদা জিয়া কিন্তু দুটি শর্তে (বিদেশে যেতে পারবে না ও ঢাকায় থেকে চিকিৎসা) মুক্ত। চলাফেরায় তার কিন্তু কোনো অনুমতি নিতে হয় না। তাঁর (খালেদা জিয়ার) মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আইনি সুযোগ আছে। কিন্তু অন্য কিছু করার আইনি সুযোগ নেই।

#

রেজাউল/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭১৫

**কিয়া মটরস করপোরেশনের সাথে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশ এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

 দক্ষিণ কোরিয়ার কিয়া মটরস করপোরেশন এর কিয়া ব্র্যান্ডের সেরাটো সিডান কার সংযোজন ও বাজারজাত করার লক্ষে কিয়া মটরস কর্পোরেশন এর অথোরাইজড প্রতিষ্ঠান এসটিএক্স করপোরেশন এবং প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

 প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং এসটিএক্স করপোরেশনের সিইও পার্ক সাং জুন এমওইউতে স্বাক্ষর করেন।

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন আজ প্রধান অতিথি হিসেবে এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন এবং কিয়া বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মেঘনা অটোমোবাইল এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আনিসুজ্জামান চৌধুরী এবং এসটিএক্স করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাং হ (স্টেভিন) পার্ক, মবিলিটি বিজনেস ডিভিশন টিম লিডার সাংনাম কিম উপস্থিত ছিলেন।

 এমওইউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সরকারি, বেসরকারিসহ বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্র্যান্ড নিউ সিডান কার স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

#

রিয়াজ/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭১৩

**২৯ মার্চ সহকারী শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

 সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ-২০২৩ এর তৃতীয় ধাপের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) লিখিত পরীক্ষা ২৯ মার্চ ২০২৪, সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আবেদনকারীদের নিজ নিজ জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

 প্রার্থীদের আবেদনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে যথাসময়ে ০১৫৫২-১৪৬০৫৬ নম্বর হতে প্রবেশপত্র ডাউনলোডের এসএমএস প্রেরণ করা হবে। আগামী ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ৩য় ধাপের পরীক্ষার জন্য প্রার্থীগণ ২৩ মার্চ থেকে ধফসরঃ.ফঢ়ব.মড়া.নফ-ওয়েবসাইটে টংবৎহধসব এবং চধংংড়িৎফ দিয়ে অথবা এসএসসি-এর রোল, বোর্ড ও পাসের সন দিয়ে লগইন করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্ট এবং নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র (মূল এনআইডি/স্মার্ট কার্ড) সঙ্গে আনতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রবেশপত্রে পাওয়া যাবে।

 পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো বই, উত্তরপত্র, নোট বা অন্য কোনো কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্স, হাতঘড়ি বা ঘড়ি জাতীয় বস্তু, ইলেকট্রনিক হাতঘড়ি বা যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কমিউনিকেটিভ ডিভাইস, জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) ব্যতীত কোনো প্রকার ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড অথবা অন্যকোনো কার্ড বা এ জাতীয় বস্তু সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করা বা সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোনো পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে তবে তাকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারসহ সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

#

তানভীর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ৩৭১৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ৪৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৩৬২ জন।

                                                     #

দাউদ/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৭০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭১২

**ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাংবাদিককে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনার অনুসন্ধান**

**কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন প্রধান তথ্য কমিশনার**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দৈনিক দেশ রূপান্তরের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার সংবাদদাতা শফিউর রহমান রানাকে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনার অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে অবহিত করেছেন প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীকে তাঁর দপ্তর কক্ষে এ অনুসন্ধান কার্যক্রম অবহিত করেন প্রধান তথ্য কমিশনার।

সাংবাদিককে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনাটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দেওয়ায় তথ্য কমিশনকে এ সময় ধন্যবাদ জানান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গণমাধ্যম ও পেশাদার সাংবাদিকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় যেকোনো পেশাদার সাংবাদিকের অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানির বিপক্ষে এবং পেশাদার সাংবাদিকদের সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরো বলেন, জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন করেছেন। এ আইনের আওতায় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন মর্মেও প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন প্রধান তথ্য কমিশনার। আগামীকাল (১৯ মার্চ) এ বিষয়ে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মেও জানান তিনি। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষকে তথ্য কমিশনে সমন করা হবে বলেও প্রতিমন্ত্রীকে জানান প্রধান তথ্য কমিশনার। এ সময় তিনি তথ্য কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কেও প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুক ও তথ্য কমিশনার মাসুদা ভাট্টি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দৈনিক দেশ রূপান্তরের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলা প্রতিনিধি শফিউর রহমান রানাকে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনায় গত ৭ মার্চ একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ‘তথ্য চেয়ে আবেদন করে দেশ রূপান্তরের সাংবাদিক জেলে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(৫) ধারা অনুযায়ী ঘটনাটি তদন্তের জন্য তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুককে দায়িত্ব দেয় তথ্য কমিশন।

সাংবাদিককে কারাদন্ড প্রদানের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এ বিষয়ে প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেকের সাথে কথা বলে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের ওপর জোর দেন। প্রতিমন্ত্রী বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেছেন।

উক্ত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুক গত ১০ মার্চ সকালে শেরপুর জেলা কারাগারে গিয়ে সাংবাদিক শফিউজ্জামান রানার সঙ্গে কথা বলেন এবং তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এদিন দুপুরে তিনি নকলায় সাংবাদিক রানার বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীর সাথেও কথা বলেন। একই দিন বিকেলে তথ্য কমিশনার নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া উম্মুল বানিনের সঙ্গে সাংবাদিকের আবেদনের বিষয়ে কথা বলেন ও সাজার নথি দেখেন।

#

ইফতেখার/ পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬১০ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭১১

তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে

 -শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ থেকে দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে। যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে তাদের মাঝেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন জন্ম থেকে জন্মান্তরে। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে কাজ করার আহ্বান জানান।

গতকাল সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দক্ষিণ কোরিয়া সফররত শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী দূতাবাসে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দেলওয়ার হোসেন, দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, শিল্পমন্ত্রীর সফরসঙ্গী তাঁর সহধর্মিনী নাদিরা মাহমুদ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজন অংশগ্রহণ করেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দের দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু একজনই জন্মেছিলেন, যার জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। এজন্য ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত আদর করতেন, ভালোবাসতেন, শিশুদের সাথে গল্প করতেন, খেলা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিবে। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চকে ‘জাতীয় শিশু দিবস’ ঘোষণা করা হয়।

#

হাসান/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/শামীম/২০২৪/১৫১৪ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭১০

**স্টকহোমে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

স্টকহোম (সুইডেন), ১৮ মার্চ:

সুইডেনের স্টকহোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিনম্র শ্রদ্ধা-ভালবাসার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে
১৭ মার্চ দূতাবাস প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা এবং শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বক্তারা আলোচনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিভিন্ন অর্জন নিয়ে আলোচনা করেন। একইসাথে বক্তারা শিশু-কিশোরদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালনের যথার্থতা ব্যক্ত করেন।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীসহ অংশগ্রহণকারী সকল শিশু-কিশোরদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর শিশু-কিশোরদের নিয়ে কেক কাটা হয়।

#

ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪৫৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৯

**ওয়াশিংটনে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, 18 মার্চ:

  যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-2024 উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দূতাবাস বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। যার মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনাসভা, শিশুদের জন্য রচনা ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন। দূতাবাস প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

  দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

  অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। পরে রাষ্ট্রদূত শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে কেক কাটেন এবং রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

সাজ্জাদ/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৮

**ডেনমার্কে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ১৮ মার্চ:

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪
উদ্‌যাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। দূতাবাস মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিকে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন। এরপর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

ডেনমার্কে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের নিয়ে দূতাবাস মিলনায়তনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কে প্রবাসী বাংলাদেশী, রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ শেষে রাষ্ট্রদূত শিশু কিশোরদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩২৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৭

**ইস্তাম্বুলে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

ইস্তাম্বুল, ১৮ মার্চ:

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪’ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলমের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর, বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তুরস্কের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কনসাল জেনারেল নূরে-আলম তার বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলাদেশের পতাকা, মানচিত্র, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর বিশেষ চিত্রাঙ্কন ও বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের অনুকরণে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কনসাল জেনারেল অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং উৎফুল্ল শিশু-কিশোরদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭০৬

**রোমে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

ইতালি (রোম), ১৮ মার্চ :

 ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসের শুরুতে রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

 অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জাতির পিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোরদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী উপস্থাপন করা হয়।

 আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৫

**মালয়েশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

কুয়ালালামপুর, ১৮ মার্চ:

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৭ মার্চ দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম পর্বে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পরে হাইকমিশন মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের  মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল  রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর  বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা,  বঙ্গবন্ধুর লেখা  ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও 'Prisoner's Dairy' থেকে পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত। এছাড়া, জাতির পিতার ওপর আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হাইকমিশনার শিশুদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটি এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও তাদের শিশুসন্তানেরা উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩১৯ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৪

**ব্রাসিলিয়াতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

ব্রাসিলিয়া, ১৮ মার্চ:

‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে আনন্দঘন পরিবেশে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

  দিবসটি উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রারম্ভে দূতাবাস প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

  উপস্থিত শিশুদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বিশেষ এই দিবসে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

  পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বুদ্ধিজীবিদের আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪৩৮ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০৩

**সিউলে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

সিউল (কোরিয়া), ১৮ মার্চ:

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু
দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরগণসহ বাংলাদেশি শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত সহযোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

 জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাসে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে মন্ত্রী দূতাবাসে জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। **জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত** **এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল** **কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়**। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার জীবনীর ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচকগণ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

দূতাবাস দিবসটি উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মন্ত্রী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া শিশুদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন এবং উৎফুল্ল শিশু-কিশোরদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পরিবেশনা ছিল শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্ব।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭০২

**বৈরুতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

লেবানন (বৈরুত), ১৮ মার্চ :

লেবাননের বৈরুতে যথাযথ মর্যাদায় ও আনন্দঘন পরিবেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। লেবাননে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া, জাতির পিতার জীবনের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। লেবাননে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/ফাতেমা/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১৩১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭০১

**অটোয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

অটোয়া (কানাডা), ১৮ মার্চ :

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ১৭ মার্চ জাতির পিতা ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে দিবসের শুরুতে বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান। এ সময় হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এরপর বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর সকল শহিদ এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান। শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে হাইকমিশনারের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর হাইকমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দিবস উপলক্ষ্যে কানাডায় বসবাসরত প্রবাসি বাংলাদেশি শিশুরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শিশুদের রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

#

সাজ্জাদ/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১১৪৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৭০০

**জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ১৭ই মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পর জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

এছাড়াও দিবসটি পালনের অংশ হিসেবে এক উৎসবমূখর পরিবেশে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে দিনব্যপী শিশু-কিশোর আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়।শিশু-কিশোর আনন্দমেলায় আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশু-কিশোরেরা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের গ্রামীন দৃশ্য ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিষয়ে শিশু কিশোরদের জন্য বয়সভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসকল প্রতিযোগিতায় অর্ধশতাধিকেরও বেশী শিশু কিশোর অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বক্তব্য প্রদান করেন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপস্থাপনে বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩৪৯ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৯৯

**টরন্টোতে বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত**

টরন্টো (কানাডা), 18 মার্চ:

কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে, ১৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে।

বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ,, ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন, বক্তব্য উপস্থাপন,,চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও বিশেষ মোনাজাত।

উপস্থিত আমন্ত্রিত বক্তাগণ জাতির এ স্মরণীয় দিনে স্বাধীনতার মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর শৈশব, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদীর্ঘ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। একইসাথে এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মে আলোচনা করেন।

সর্বশেষে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আগামী দিনের কর্ণধার শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩১৬ ঘণ্টা